যুগান্তর

তারিখ 11 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

কাঠগড়ায় উপাচার্যগণ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন উপাচার্যকে আগামী দেড় মাসের মধ্যে বরাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক তদন্তে ৬ উপাচার্যের দুর্নীতির বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ায় সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্যপদে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হইবে এবং তিন উপাচার্যের উপর নজর রাখিতেছে সরকার। উপাচার্য নিয়োগের নীতিমালা চূড়ান্ত হইবার পরই আসিবে পরিবর্তন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে উপাচার্য নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত সার্চ কমিটির সভায়। পুনর্গঠিত কমিটি দ্রুততার সহিত কাজ সম্পন্ন করিতেছে। ইউজিসি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, বাকিগুলির তদন্ত রিপোর্ট ইউজিসিতে প্রক্রিয়াধীন। এই কাজে নিয়োজিত ইউজিসির পদত্যাগী সদস্যগণ। তাহাদের অনুপস্থিতিতে তদন্ত ভণ্ডুল হইয়া না যায় সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকিতে হইবে। দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ায় শিক্ষকের সেই অতীত সম্মান ও মর্যাদা আজ আর নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ফেল মারা ছাত্র কেমন করিয়া ভর্তির সুযোগ পাইয়াছে, ইহাতে শিক্ষকদের দায় কতখানি উহাও তদন্ত করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি ঐ সকল শিক্ষার্থীকে বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে কি ভুল পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইবে? শিক্ষার্থীদের দোষের চাইতে বড় দোষী সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা। শিক্ষার্থীর দোষ তাহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে চাহিয়াছে। আমরা মনে করি মূলত দোষী ভর্তির সহিত জড়িত শিক্ষক-কর্মচারীরা। তাহারাই অনৈতিক কাজে জড়িত। আইন প্রয়োগ হওয়া উচিত এই প্রজ্ঞাবান শিক্ষকদের উপর। শিক্ষা ক্ষেত্রের দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, উহা হইতে প্রশাসক, শিক্ষক কেহই মুক্ত নহেন। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অপকর্ম আর অপ্রকাশ্য নহে। বলা যায় মাছের মাথা হইতে পচন শুরু হইয়াছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ঘোরতর অভিযোগ রহিয়াছে। অভিযোগগুলি কেবলই অর্থনৈতিক নাকি যোগ্যতা, মেধা, কর্মদক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার দিক হইতে? এই বিষয়গুলি প্রকাশিত রিপোর্টে সন্নিবেশিত না থাকিলেও বুঝা যায় কোন কোন বিষয়ে ঐ সকল উপাচার্যের যোগ্যতায় ঘাটতি রহিয়াছে। জাতীয় কবির নামে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইতেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। অধিকাংশ উপাচার্য আত্মস্বার্থ উদ্ধারের তৎপরতায় অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল। দলীয় লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের কোন তুলনা নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক একজন উপাচার্য প্রায় রাতারাতি ৬ শত লোককে নিয়োগ করিয়া তৎকালীন সরকারকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জামায়াতপন্থী শিক্ষক নিয়োগের অদম্য স্পৃহার সহিত নামকরণের ক্ষেত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার তাহাদের চিহ্নিত করিয়াছে বিগত সরকারের দলীয় ক্যাডার হিসাবে। উপাচার্য নিয়োগের নীতিমালা চূড়ান্ত হইবার পর আমরা আশা করিব, সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের দক্ষতা-উপযুক্ততা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাদের নিয়োগও বাতিল কিংবা অব্যাহত রাখিবার উদ্যোগ লইবে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিবিড় মনিটরিংসহ ভালো শিক্ষক নিয়োগের বিকল্প নাই। সেই সঙ্গে টিউশন ফি কমাইয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনিবার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ; দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সন্তানেরা যেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। মূল লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষাবঞ্চিত গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার প্রদানের পথ রচনা করা, তাহা হইলে ঐগুলির লোভের লাগাম টানিয়া ধরিবার অন্য বিকল্প নাই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বরাইয়া দিলেই যে দুর্নীতি কমিয়া যাইবে, এমন নহে। মেধাবী, দক্ষ, যোগ্য, সৎ, নিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিতে হইবে।